

Question 1

Incorrect

ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবি নন-

- A দ্বিজ মাধব ✓
- B রূপরাম চক্রবর্তী
- C খেলারাম চক্রবর্তী
- D রামদাস আদক

A 54%

B 7%

C 14%

D 25%

Solution:

ধর্মমঙ্গল কাব্যের গুরুত্বপূর্ণ কবিরা হলেন- ময়ূরভট্ট, খেলারাম চক্রবর্তী, রূপরাম চক্রবর্তী, রামদাস আদক, মানিকরাম, ঘনরাম চক্রবর্তী প্রমুখ। দ্বিজ মাধব হলেন চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কবি।

Question 2

Incorrect

চৈতন্য পরবর্তী যগকে কী যগ বলা





কাবা।

Question 2

Incorrect

চৈতন্য পরবর্তী যুগকে কী যুগ বলা হয়?

- A অন্ধকার যুগ
- B আধুনিক যুগ
- C সুবর্ণ যুগ ✓
- D অবক্ষয় যুগ

A 21%

B 32%

C 24%

D 24%

Solution:

শ্রীচৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রি.) আবির্ভাবের ফলে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ সমৃদ্ধির পথে অনেকখানি এগিয়ে যায়। চৈতন্য পরবর্তী যুগকে 'সুবর্ণ বা স্বর্ণ যুগ' বলা হয়।

Question 3

Incorrect



Question 3

Incorrect

কোন শাসকদের আক্রমণের ভয়ে বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকগণ এদেশ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন?

A সেন

B পাল

C মুঘল

D তুর্কি ✓

A 30%

B 5%

C 5%

D 60%

Solution:

তুর্কিদের আক্রমণের ভয়ে বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকগণ এদেশ থেকে পালিয়ে নেপালে শরণার্থী হয়েছিলেন। তাই বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন বাংলাদেশের বাহিরে নেপালে পাওয়া যায়।

Question 4

Incorrect





Question 4

Incorrect

অন্ধকার যুগের প্রথম নিদর্শন কোনটি?

A সেক শুভোদয়া

B রামায়ণ

C শূন্যপুরাণ

D প্রাকৃতপৈঙ্গল ✓

A 2%

B 2%

C 20%

D 78%

Solution:

অন্ধকার যুগের প্রথম নিদর্শন ও অপভ্রংশ ভাষায় রচিত প্রাকৃতপৈঙ্গল নামক একটি গীতিকবিতার সংকলন, যার ছন্দ ও ভাষা প্রাকৃত বা আদি পর্যায়ের বাংলা।

Question 5

Incorrect





Question 5

Incorrect

মনসা দেবীকে নিয়ে লেখা
বিজয়গুপ্তের মঙ্গলকাব্যের নাম কী?

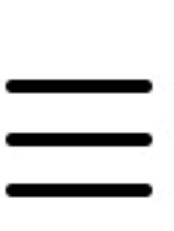
- A পদ্মাবতী
- B মনসাবিজয়
- C মনসামঙ্গল
- D পদ্মাপুরাণ ✓

A 2% B 7% C 26% D 65%

Solution:

মনসামঙ্গলের একজন সর্বাধিক পরিচিত কবি হিসাবে বিজয়গুপ্ত এর খ্যাতি। তাঁর মনসামঙ্গল (বা পদ্মাপুরাণ) বাংলার জনপ্রিয় কাব্যগুলির মধ্য অন্যতম। গল্পরস সৃজনে, করুণরস ও হাস্যরসের প্রয়োগে, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের পরিচয়ে, চরিত্র চিত্রণে এবং পাণ্ডিত্যের গুণে বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ একটি জনপ্রিয় কাব্য।





Question 6

Skipped

কোন কবির কাব্যকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজকণ্ঠের মণিমালা বলেছেন?

A বিদ্যাপতি ✓

B চণ্ডীদাস

C জ্ঞানদাস

D গোবিন্দদাস

A 82%

B 12%

C 2%

D 5%

Solution:

বিদ্যাপতি বাঙালি কবি ছিলেন না, বাংলায় একটি পদও রচনা না করেও তিনি বাঙালি বৈষ্ণবদের গুরুর মর্যাদা পান। তিনি ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা করেছেন। তাঁর উপাধি ছিল মৈথিল কোকিল, অভিনব জয়দেব, নবকবি শেখর, কবিরঞ্জন, কবিকণ্ঠহার, পণ্ডিত ঠাকুর, সদুপাধ্যায়, রাজপণ্ডিত ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদ্যাপতির কাব্যকে রাজকণ্ঠের মণিমালা বলেছেন।





Question 7

Correct

‘শূন্যপুরাণ’ রচনা করেছেন-

- A শ্রীকর নন্দী
- B বিজয় গুপ্ত
- C রামাই পণ্ডিত ✓
- D লোচন দাস

A 0%

B 6%

C 93%

D 1%

Solution:

‘শূন্যপুরাণ’ রামাই পণ্ডিত রচিত বৌদ্ধধর্মীয় তত্ত্বের গ্রন্থ। বাংলা সাহিত্যে ১২০১ থেকে ১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে অন্ধকার যুগ বলা হয়। এ অন্ধকার যুগে তেমন কোনো সাহিত্য রচিত হয়নি। তবে রামাই পণ্ডিতের ‘শূন্যপুরাণ’, হলায়ুধ মিশ্রের ‘সেক শুভোদয়া’ এ যুগের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম। শ্রীকর নন্দীর রচনা ‘ভারত পাঁচালী’। বিজয় গুপ্ত মনসামঙ্গলের প্রাচীনতম কবি। বাংলায় চৈতন্যদেবের দ্বিতীয় জীবনীগ্রন্থের নাম ‘চৈতন্য মঙ্গল’, যা লোচন দাসের রচনা।



Question 8

Incorrect

চর্যাপদে নিচের কোন পদ পাওয়া যায় নি?

A ২৯

B ৩১

C ২৭

D ২৪ ✓

A 6%

B 4%

C 3%

D 88%

Solution:

চর্যাপদে যে পদগুলো পাওয়া যায় নি সেগুলো হলো: ২৪ (কাহুপা রচিত), ২৫ (তন্ত্রীপা রচিত), ৪৮ (কুকুরীপা রচিত) সংখ্যক।

Question 9

Incorrect

চর্যাগীতির আন্তর্নিহিত তত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন-





চর্যাগীতির আন্তর্নিহিত তত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন-

A ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

B ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

C ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত ✓

D ড. তারাপদ মুখোপাধ্যায়

A 40%

B 27%

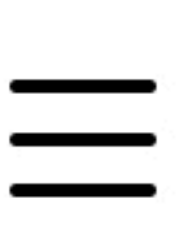
C 29%

D 5%

Solution:

ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত ১৯৪৬ সালে চর্যাগীতির আন্তর্নিহিত তত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন। চর্যাগীতির বৈয়াকরণ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯২৬ সালে ভাষা আলোচনা করে দেখালেন চর্যাপদ বাংলা নিশ্চয়ই, বাংলার প্রায় মূর্তি- অবহটঠের সদ্যোনির্মোক মুক্ত রূপ। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ১৯২৭ সালে চর্যাপদের ধর্মতত্ত্ব নিয়ে সর্বপ্রথম আলোচনা করেন এবং ১৯৪২ সালে চর্যাপদের সঠিক পাঠ নির্ণয় করে আলোচনার পথ আরও সহজ করেন। ড. তারাপদ মুখোপাধ্যায় চর্যাপদ থেকে বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের রূপ এবং বাক্যগঠন রীতির স্বরূপ দৃষ্টান্তযোগে





‘বিধিরে কি দিব দোষ করম আপনা
সুজনে করিনু প্রেম হইল কুজনা’-
বৈষ্ণব পদটির রচয়িতা-

A বিদ্যাপতি

B গোবন্দদাস

C জ্ঞানদাস

D চণ্ডীদাস ✓

A 18%

B 12%

C 13%

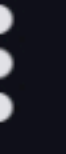
D 58%

Solution:

বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলির আদি রচয়িতা কবি চণ্ডীদাস। তাঁর রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলি যুগ যুগ ধরে বাঙালির হৃদয়কে সীমাহীন রসমাধুর্যে পরিপূর্ণ করে তুলেছে। চণ্ডীদাসের কতকগুলো পংক্তি প্রবাদের মত:

- ‘বিধিরে কি দিব দোষ করম আপনা সুজনে করিনু প্রেম হইল কুজনা’।
- ‘গড়ন ভাঙিতে সহি আছে কত খল ভাঙিয়া গড়িতে পারে সে বড় বিরল’।
- ‘ঘর হইতে আঙিনা বিদেশ’।
- ‘তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার গলায় পরিতে সুখ’।





Question 11

Skipped

চর্যাপদের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পদ রচয়িতা
 ডুসুকুপার আসল নাম কী?

- A কৃষ্ণাচার্য
- B ইন্দ্রপাল
- C শান্তিদেব ✓
- D আর্যদেব

A 9% B 5% C 81% D 6%

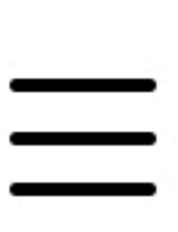
Solution:

অষ্টম থেকে এগারো শতকে ডুসুকুপা
 সৌরাষ্ট্রের ক্ষত্রিয় রাজপুত্র ছিলেন।
 তার আসল নাম ছিল শান্তিদেব।
 কৃষ্ণাচার্য ছিল কাহুপার আসল নাম।

Question 12

Incorrect





কৃষ্ণাচার্য ছিল কাহ্নপার আসল নাম।

Question 12

Incorrect

কোন কোন ভাষার মিশ্রণে ব্রজবুলি ভাষা তৈরি হয়?

- A বাংলা ও অসমিয়া
- B বাংলা ও সংস্কৃত
- C বাংলা ও মৈথিলি ✓
- D সংস্কৃত ও মৈথিলি

A 2%

B 2%

C 85%

D 12%

Solution:

ব্রজবুলি ভাষা এক প্রকার কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা। বাংলা ও মৈথিলি ভাষার মিশ্রণে এই ভাষা তৈরি হলেও এতে বেশ কিছু হিন্দি শব্দ আছে।

Question 13

Incorrect



Question 13

Incorrect

চর্যাপদ অবলম্বনে লেখা উপন্যাস
কোনটি?

- A তত্ত্ব সভাব
- B নীল ময়ূরের যৌবন ✓
- C নীল ময়ূরের গান
- D ভগবদাভসার

A 9% B 33% C 21% D 38%

Solution:

নীল ময়ূরের যৌবন উপন্যাসটির
রচয়িতা সেলিনা হোসেন। চর্যাপদ
অবলম্বনে লেখা এটি আধুনিক
কালের উপন্যাস। ভগবদাভসার ও
তত্ত্ব সভাব লুইপা রচিত সংস্কৃতগ্রন্থ।

Question 14

Incorrect

বৈষ্ণব পদাবলির প্রথম সংকলন গ্রন্থ





Question 14

Incorrect

বৈষ্ণব পদাবলির প্রথম সংকলন গ্রন্থ কোনটি?

A গোরক্ষ বিজয়

B গীতগোবিন্দ

C সঙ্গীত সাধক

D পদসমুদ্র ✓

A 6%

B 63%

C 3%

D 28%

Solution:

বৈষ্ণব পদাবলি সাধারণত লিখে রাখা হত না, তাই অনেক কবিতা হারিয়ে গেছে। প্রাপ্ত বৈষ্ণব পদের সংখ্যা সাত থেকে আট হাজার (৭০০০ – ৮০০০)। বৈষ্ণব পদাবলি প্রথম সংকলন করেন বাবা আউল মনোহর দাস। ষোড়শ শতকের শেষার্ধ্বে তিনি 'পদসমুদ্র' গ্রন্থে বৈষ্ণব পদাবলি প্রথম সংকলিত করেন।





ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত
চর্যাপদ বিষয়ক গ্রন্থের নাম কী?

- A হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায়
বৌদ্ধগান ও দোহা
- B চর্যাগীতিকা
- C Buddhist Mystic Songs ✓
- D চর্যাগীতিকোষ

A 4% B 1% C 95% D 0%

Solution:

ভাষাবিজ্ঞানী ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯) সম্পাদিত চর্যাপদ বিষয়ক গ্রন্থ 'Buddhist Mystic Songs' (১৯৬০)। তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অনুবাদ গ্রন্থ : দীওয়ানে হাফিজ, অমিয়শতক, রুবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়াম, বিদ্যাপতি শতক, মহররম শরীফ, Hundred Sayings of the Holy Prophet। তাঁর ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : ভাষা ও সাহিত্য, বাংলা ব্যাকরণ এবং বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত। তাঁর সম্পাদনায় রচিত হয় বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান।





Question 16

Incorrect

‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যের প্রথম কবি কে?

- A ময়ূর ভট্ট
- B মুকুন্দরাম চক্রবর্তী
- C কানা হরিদত্ত
- D মানিক দত্ত ✓

A 5%

B 14%

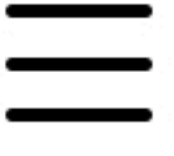
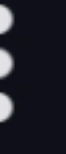
C 19%

D 65%

Solution:

মানিকদত্ত চণ্ডীমঙ্গল ধারার আদি কবি। দেবী চণ্ডীর কাহিনি নিয়ে রচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্য এ অঞ্চলে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনি ২টি খণ্ডে বিভক্ত যথা: ক. আখোটিক খণ্ড; খ. বণিক খণ্ড।



Question 17

Skipped

‘হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী’
পঙক্তিটি কোন পদকর্তার?

- A সরহপা
- B কঙ্কনপা
- C ডুসুকুপা
- D চেগুণপা ✓

A 4% B 2% C 20% D 77%

Solution:

চেগুণপা ৩৩নং পদে লিখেছেন ‘টালত
মোর ঘর নাহি পরবেশী, হাড়ীত ভাত
নাহি নিতি আবেশী’।

Question 18

Correct





Question 18

Correct

‘আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে’ এ প্রার্থনাটি কার?

A চাঁদ সওদাগর

B ঈশ্বরী পাটনী ✓

C ভাঁড়ুদত্ত

D নলকুবের

A 1%

B 98%

C 0%

D 0%

Solution:

অষ্টাদশ শতকের শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর (আনুমানিক ১৭০৭-১৭৬০ খ্রি.) রচিত ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যে ঈশ্বরী পাটনী, হীরা মালিনী প্রভৃতি চরিত্র একান্ত বাস্তব হয়ে ফুটে উঠেছে। আলোচ্য উক্তিটির মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের অমর চরিত্র ঈশ্বরী পাটনী অন্নদা (চণ্ডী) দেবীর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন।





‘লাউসেনের উপাখ্যান’ কোন
মঙ্গলকাব্যের অন্তর্গত?

A ধর্মমঙ্গল ✓

B চণ্ডীমঙ্গল

C অভয়ামঙ্গল

D অন্নদামঙ্গল

A 75%

B 7%

C 2%

D 15%

Solution:

ধর্মমঙ্গল মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের মঙ্গলকাব্য ধারার তিনটি প্রধান শাখার অন্যতম (অপর শাখা দুটি হল মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল)। এই কাব্য রচনার প্রধান উদ্দেশ্য দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার লৌকিক অনার্য দেবতা ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য প্রচার। এই কাব্যের উপাদান মূলত রাঢ় বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক উপাদান। ধর্মমঙ্গল কাব্যে দুটি কাহিনি সন্নিবেশিত হয়েছে: প্রথমটি পৌরাণিক রাজা হরিশচন্দ্রের কাহিনি, এবং দ্বিতীয়টি লাউসেনের উপাখ্যান। দ্বিতীয় উপাখ্যানটিই কাব্যের মূল উপজীব্য। ধর্মমঙ্গল কাব্যের প্রধান কবিরা হলেন রূপরাম চক্রবর্তী





Question 20

Skipped

‘ধনপতি’ মধ্যযুগের কোন কাব্যের
অন্তর্গত চরিত্র?

- A চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ✓
- B ধর্মমঙ্গলকাব্য
- C মনসামঙ্গল কাব্য
- D বৈষ্ণব পদাবলি

A 70% B 11% C 13% D 8%

Solution:

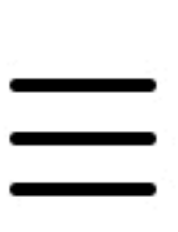
চণ্ডীমঙ্গল কাব্য প্রধানত মুকুন্দরাম চক্রবর্তী রচিত একটি বিখ্যাত মঙ্গলকাব্য। যার দুটি প্রধান চরিত্র ফুল্লরা ও ধনপতি।

Question 21

Correct

‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ এর রচয়িতা কে?





Question 21

Correct

‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ এর রচয়িতা কে?

A বড়ু চণ্ডীদাস ✓

B দীনহীন চণ্ডীদাস

C জ্ঞানদাস

D দীন চণ্ডীদাস

A 99%

B 0%

C 1%

D 0%

Solution:

‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ মধ্যযুগের প্রথম কাব্য এবং বড়ু চণ্ডীদাস মধ্যযুগের আদি কবি। তিনি ভগবতের কৃষ্ণলীলা সম্পর্কিত কাহিনি অবলম্বনে ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্য রচনা করেন। ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যের প্রধান চরিত্র তিনটি; কৃষ্ণ, রাধা ও বড়াই। এ কাব্যের মোট ১৩টি খণ্ড আছে।

Question 22

Correct

সর্বপ্রথম কোন পদ্য রচয়িতা কৃষ্ণলীলা



Question 22

Correct

চর্যাপদের কোন পদকর্তা বাঙালি ছিলেন?

A ডোষীপা

B শবরপা ✓

C ডোষীপা

D কাহুপা

A 7%

B 73%

C 8%

D 16%

Solution:

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ এর মতে, শবরপা এর জীবনকাল ৬৮০ থেকে ৭৬০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে। সেই সূত্রে শবরপা চর্যার কবিদের মধ্যে সর্বাশিক্ষিতা প্রাচীন।

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ এর মতে, শবরপা বাংলাদেশের লোক অর্থাৎ বাঙালি এবং তিনি লুইপা এর গুরু ছিলেন।

[সূত্র: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, ড. সৌমিত্র শেখর]





Question 23

Skipped

নিম্নোক্তদের মধ্যে চর্যাপদের কবি নন-

A মহীজপা ✓

B দারিকপা

C আর্যদেবপা

D তাড়কপা

A 57%

B 8%

C 28%

D 6%

Solution:

চর্যাপদের কবির নাম:

আর্যদেবপা, ভাদেপা, ডুসুকুপা,
চাটিল্পপা, দারিকপা, ধর্মপা, ঢেঙণপা,
ডোম্বীপা, গুণুরীপা, জয়নন্দীপা,
কাহুপা, কম্বলাস্বরপা, কঙ্কণপা,
কুকুরীপা, লুইপা, মহীধরপা, শবরপা,
শান্তিপা, সরহপা, তাড়কপা, তন্ত্রীপা,
বীণাপা, বিরূপা। মহীজপা চর্যাপদের
কবি নন।

Question 24

Correct





Question 24

Correct

‘বুড্ডিস্ট মিস্টিক সঙ্গ’ গ্রন্থে চর্চায় কতজন কবির পদ পাওয়া গেছে?

A ২৩ ✓

B ২২

C ২৪

D ২১

A 81%

B 2%

C 15%

D 2%

Solution:

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত ‘বুড্ডিস্ট মিস্টিক সঙ্গ’ গ্রন্থে ২৩ জন কবির নাম আছে। সুকুমার সেন ‘বাম্বালা সাহিত্যের ইতিহাস’ (১ম খণ্ড) গ্রন্থে ২৪ জন কবির কথা বলেছেন।

Question 25

Correct

মঙ্গলযুগের সর্বশেষ কবির নাম কি?

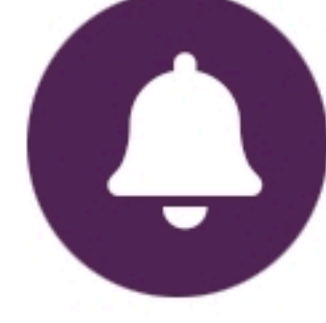
A ২৩

B ২২

C ২৪

D ২১





Question 25

Correct

মঙ্গলযুগের সর্বশেষ কবির নাম কি?

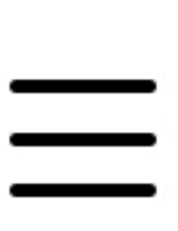
- A কানাহরি দত্ত
- B ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর ✓
- C বিজয়গুপ্ত
- D মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

A 2% B 93% C 2% D 3%

Solution:

বাংলা সাহিত্যের সময়কালকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে মধ্যযুগ বলতে ১২০১ থেকে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালকে বোঝায়। ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের জীবনকাল ১৭১২ থেকে ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দ। তিনি আঠারো শতকের মঙ্গলকাব্য ধারার শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি ছিলেন নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি। তার শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য (১৭৫২-৫৩) রচনা। তাকে মধ্যযুগের শেষ বড় কবি বলা হয়।





Question 26

Incorrect

চর্যাপদকে মৈথিলী ভাষার আদি নিদর্শন কে বলেছেন?

- A জয়কান্ত মিশ্র ✓
- B ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
- C প্রবোধচন্দ্র বাগচী
- D সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

A 34%

B 17%

C 33%

D 18%

Solution:

জয়কান্ত মিশ্র তার “A history of Maithili literature” গ্রন্থে চর্যাপদকে মৈথিলী ভাষার আদি নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করেছেন। প্রবোধচন্দ্র বাগচী চর্যাপদের তিব্বতি অনুবাদ আবিষ্কার করেন।

Question 27

Incorrect





Question 27

Incorrect

চর্যার প্রাপ্ত পুঁথিতে সৰ্বমোট কয়টি পদ পাওয়া গেছে?

- A ৫১টি
- B ৪৬টি
- C সাড়ে ৪৬টি ✓
- D ৫০টি

A 30%

B 1%

C 69%

D 3%

Solution:

চর্যার প্রাপ্ত পুঁথিতে ৫১টি গান ছিল। তার মধ্যে একটি (১১ সংখ্যক) পদ টীকাকার কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয় নি। আবার পুঁথির কয়েকটি পাতা নষ্ট হওয়ায় তিনটি সম্পূর্ণ (২৪, ২৫ ও ৪৮ সংখ্যক) পদ এবং একটি (২৩ সংখ্যক) পদের শেষাংশ পাওয়া যায় নি। তাই পুঁথিতে সৰ্বমোট সাড়ে ছেচল্লিশটি পদ পাওয়া গেছে।

Question 28

Incorrect





Question 28

Incorrect

চর্যাপদ কোন ছন্দে রচিত?

- A লৌকিক
- B অক্ষরবৃত্ত
- C কলাবৃত্ত ✓
- D স্বরবৃত্ত

A 10% B 53% C 17% D 21%

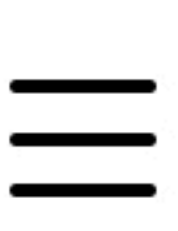
Solution:

চর্যাপদের পদগুলো প্রাচীন কোন ছন্দে রচিত তা আজ বলা সম্ভবপর নয়। তবে আধুনিক ছন্দের বিচারে এগুলো মাত্রাবৃত্ত ছন্দের অধীনে বিবেচ্য। মাত্রাবৃত্ত ছন্দের অপর নাম কলাবৃত্ত বা বর্ণবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান ছন্দ।

Question 29

Correct





Question 29

Correct

মঙ্গলকাব্য ধারার প্রাচীনতম কাব্য-

- A চণ্ডীমঙ্গল
- B কালিকামঙ্গল
- C মনসামঙ্গল ✓
- D ধর্মমঙ্গল

A 13%

B 3%

C 85%

D 1%

Solution:

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে বিশেষ এক শ্রেণির ধর্মবিষয়ক আখ্যান কাব্যই হলো মঙ্গলকাব্য। মঙ্গলকাব্য ধারার প্রাচীনতম কাব্য 'মনসামঙ্গল'। এ কাব্যের চাঁদ সদাগর চরিত্রটি দেবতা-বিরোধী হিসেবে পরিচিত। এছাড়া 'মনসামঙ্গল' কাব্যের অন্যতম চরিত্র বেহুলা, লখিন্দর, মনসা। এ কাব্যের আদি কবি কানাহরিদত্ত। অন্যদিকে ধনপতি সদাগর ও কালকেতু চরিত্রটি 'চণ্ডীমঙ্গল' এবং লাউসেন চরিত্রটির 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের অন্যতম চরিত্র।





Question 30

Correct

‘অভিনব জয়দেব’ কার উপাধি?

- A মুকুন্দরাম চক্রবর্তী
- B জয়দেব
- C বিদ্যাপতি ✓
- D ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর

A 10%

B 11%

C 73%

D 6%

Solution:

ড. শহীদুল্লাহর মতে বিদ্যাপতির জীবনকাল ১৩৯০ – ১৪৯০ খ্রি। বৈষ্ণব পদাবলি রচনা করলেও তিনি কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন না, ছিলেন শৈব। তিনি মিথিলার রাজা শিবসিংহের সভাকবি ছিলেন। তাঁর উপাধি ছিল মৈথিল কোকিল, অভিনব জয়দেব, নবকবি শেখর, কবিরঞ্জন, কবিকণ্ঠহার, পণ্ডিত ঠাকুর, সদুপাধ্যায়, রাজপণ্ডিত ইত্যাদি।

Past Exam

